আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রকল্পের পটভূমি

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবছর এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের সহায় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেন।

ভূ-প্রাকৃতিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে সম্পূর্ণ আলাদা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং বহুমাত্রিক ঝুঁকি যেমন- লবণাক্ততা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলোচ্ছ্বাস এর সম্মুখীন হন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের জন্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলা কক্সবাজারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজারের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫-তলা বিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে এবং পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু উদ্বাস্তু ৪৪০৯টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন
- জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের পরিবেশ সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারসমূহকে আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা

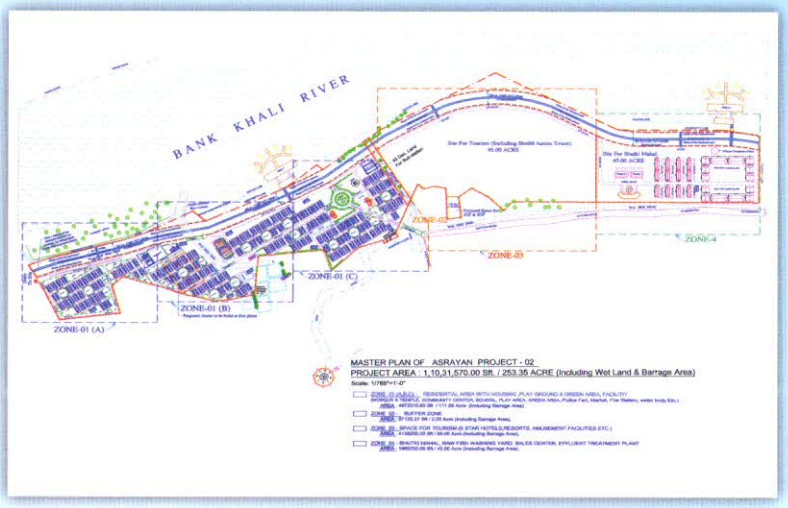

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান

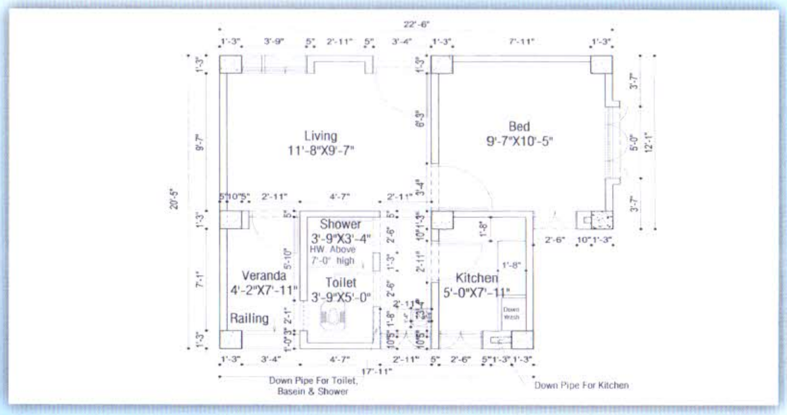

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ফ্ল্যাটের নকশা

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত একটি বহুতল ভবনের আট ইউনিটের নকশা

এক নজরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

১	মোট প্রকল্প ব্যয়	১৮০০.৩৯ কোটি টাকা	
২	প্রকল্পের অবস্থান	কক্সবাজার	
৩	অর্থের উৎস	সরকারের রাজস্ব তহবিল	
৪	মোট জমি	২৫৩.৫৯ একর	
৫	প্রকল্পের অঞ্চলসমূহ	➢ অঞ্চল-১ : আবাসিক এলাকা (১১১.৫৯ একর), এখানে ১৩৯টি ভবন, ক্লাস্টারভিত্তিক ১৪ টি খেলার মাঠ (১৩০' x ১২৮'), গ্রীন এরিয়া, মসজিদ, মন্দির, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার স্টেশন, ২টি জেটি, ৩টি পুকুর, ২টি সাব-স্টেশন থাকবে। ➢ অঞ্চল-২ : বাফার এলাকা (২.০০ একর) ➢ অঞ্চল-৩ : শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন এলাকা (৯৫.০০ একর) ➢ অঞ্চল-৪ : শুটকী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ও বিক্রয় কেন্দ্র (৪৫.০০ একর) *২০ কি.মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ৩৬ কি.মি. ড্রেনেজ ব্যবস্থা	
	আবাসিক এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ		
৬	৫-তলা বহুতল ভবনের বর্ণনা	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ইতোমধ্যে সমাপ্ত ২০টি ভবনের ব্যয় ১১০.০০ কোটি টাকা
		➢ অবশিষ্ট ১১৯টি ভবনের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৮৮৪.২৭ কোটি টাকা
		➢ ভবনের সংখ্যা	: ১৩৯টি
		➢ প্রতিটি ভবনের নির্মাণ ব্যয়	: ৭.১৫ কোটি টাকা
		➢ প্রতি ফ্লোরে ইউনিট সংখ্যা	: ৮ ইউনিট
		➢ প্রতি ইউনিটের আয়তন	: ৪০৬.০৭ বর্গফুট (নীট ব্যবহারযোগ্য)
		➢ নীচতলার ব্যবহার	: কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা
৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ৬৪.০৮ কোটি টাকা
		➢ সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের সংখ্যা	: ৩৮টি
		➢ ভূমির উপর পানি সংরক্ষণাধারের সংখ্যা	: ১৭টি
		➢ পানি শোধনাগারের সংখ্যা	: ০৮টি
		➢ গভীর নলকূপের সংখ্যা	: ১৭টি
৮	বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ৭৩.১৬ কোটি টাকা
		➢ পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট	: ১৫০ কিউ.মি./ঘন্টা
৯	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ৯৩.৫৩ কোটি টাকা
১০	তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ছোট সেতু, ঘাটলা ও খাল খনন	➢ নির্মাণ খরচ	: ২৮০.০০ কোটি টাকা
		➢ সুরক্ষা বাঁধের দৈর্ঘ্য	: ৪.৭৭৪ কি.মি
		➢ খালের দৈর্ঘ্য	: ২.৫০ কি.মি
		➢ অভ্যন্তরীণ সেতুর সংখ্যা	: ০৩টি
১১	বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাব-স্টেশন নির্মাণ	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ১৪.৪৭৯ কোটি টাকা
		➢ ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	: ২৯.৭৭ কি.মি
		➢ ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	: ১০.০০ কি.মি
		➢ ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	: ৩৮৭টি
১২	সংযোগ রাস্তাসহ সেতু নির্মাণ	➢ নির্মাণ ব্যয়	: ২৬৯.০০ কোটি টাকা
		➢ ব্রীজের দৈর্ঘ্য	: ১৯৫২ ফুট
		➢ ব্রীজের প্রস্থ	: ৪১ ফুট
		➢ গাড়ির রাস্তা	: ২৩ ফুট
		➢ স্প্যানের সংখ্যা	: ১১টি
		➢ সংযোগ সড়ক	: ২.৩ কি.মি.
১৩	আধুনিক শুটকি মহাল নির্মাণ (ইটিপি, ডব্লিউটিপি, কোল্ডস্টোরেজ, আইচ প্ল্যান্ট, ফিশ মিল ও ফিশ ওয়েল প্ল্যান্ট, ফিশ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি ও বিক্রয় কেন্দ্র)	➢ ইটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	: ৩০ কিউবিক মিটার/দিন
		➢ ডব্লিউটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	: ৪০ কিউবিক মিটার/দিন
		➢ কোল্ডস্টোরেজ এর সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা	: ২টি ৫০০ মে.টন প্রতি কোল্ড স্টোরেজ
		➢ বিক্রয় কেন্দ্রের আয়তন	: ৪২৬৫ বর্গফুট
		➢ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়তন	: ৩০৪৭ বর্গফুট
		➢ নির্মাণ ব্যয়	: পৃথক ডিপিপি'র মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হবে।
১৪	পর্যটন জোন	➢ নির্মাণ ব্যয়	: পৃথক ডিপিপি'র মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হবে।

বাঁকখালী নদী থেকে দেখা খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের নয়নাভিরাম দৃশ্য

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুরক্ষা বাঁধ

এলজিইডি কর্তৃক নির্মাণাধীন কক্সবাজার শহর ও খুরুশকুল
বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংযোগ সেতুর ত্রি-মাত্রিক দৃশ্য

জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের বর্তমান বাসস্থান

কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের বর্তমান জরাজীর্ণ বাসস্থান

কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের বর্তমান জরাজীর্ণ বাসস্থান

কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের বর্তমান জরাজীর্ণ বাসস্থান

জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত বাসস্থান

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত ভবন (মাঠসহ)

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ বহুতল ভবনসমূহ

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত একটি বহুতল ভবন

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের বহুতল ভবন, খেলার মাঠ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ঘাটলাসহ পুকুর